Jean-Paul Sartre : Consciousness and Nothingness.

জঁ-পল সার্ত্র : চেতনা ও শূন্যতা

ফরাসী দার্শনিক জঁ-পল সার্ত্রের মতে, চেতনা (Consciousness) সবসময়ই কোন না কোন বিষয়ের চেতনা, নির্বিষয় চেতনা হতে পারে না, চেতনা সবসময়ই বিষয়-অভিমুখী বস্তু-অভিমুখী, অর্থাৎ চেতনা সবসময়ই কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি নির্দেশিত। সার্ত্রের মতে চেতনার দুটি স্তর হতে পারে, Being and Nothingness গ্রন্থে সার্ত্র উল্লিখিত চেতনার দুটি স্তর হল বিশ্লেষণ-পূর্ব চেতনা এবং বিশ্লেষক চেতনা। যখন আমি কোন বিষয়কে জানি তখন চেতনা জ্ঞেয়-বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয়। — এইরূপ চেতনার রূপ হল অবিশ্লিষ্ট বা বিশ্লেষণপূর্ব (Pre-reflective), আর যখন জানি যে, আমি কিছু জানি, তখন চেতনার রূপ হল বিশ্লেষক (Reflective)। দার্শনিক হুসার্ল বিশ্লেষণপূর্ব বা অভিজ্ঞতোত্তীর্ণ চেতনায় অহং এর ধারণার প্রবর্তন করেন, কিন্তু সার্ত্র তাঁর 'The trancendance of the Ego' গ্রন্থে চেতনাকে অহং থেকে আলাদা করে দেখিয়েছেন। চেতনার মধ্যে অহং কে আমদানি করলে চেতনার প্রকৃতির বিনষ্ট হয়, চেতনা ভারী হয়ে ওঠে, বিশ্লেষণপূর্ব চেতনায় 'আমি' অনুপস্থিত, সেখানে থাকে শুধু বিষয়, চেতনা অ-দ্রব্যবিশেষ। হুসার্লের অহং-কেন্দ্রিক চেতনাতত্ত্বের পরিবর্তে সার্ত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন অ-অহং-কেন্দ্রিক চেতনাতত্ত্ব।

সার্ত্রের মতে সত্তা বাস্তবের দিক এবং চেতনা শূন্য, চেতনার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে সার্ত্র বলেছেন চেতনার যা এখনও আয়ত্ত নয় তা আয়ত্ত করবার নিরন্তর সম্ভাবনা রয়েছে এবং চেতনা 'এখনও যা নয়' তা হতে পারে, না হওয়া বর্তমানকে অতিক্রম করে হওয়ার ভবিষ্যতের দিকে যাওয়াই চেতনার লক্ষ্য। বস্তু থেকে চেতনাকে পৃথক করে সার্ত্র বলেছেন যে, বস্তু (স্ব-স্থিত-সত্তা) সম্পর্কে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলা যায় না। কোন বস্তু কিছু হতে চায় এমন কথা আমরা বলতে পারি না, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা কোন

কিছুর শূন্যতা অনুভব করি এবং কোন কিছু ধ্বংস হয়ে গেলে আগে যা ছিল তার সঙ্গে তুলনায় কোন কিছু নেই একথা বলতে পারি। কিন্তু এই যে শূন্যতা, অনুপস্থিতি, ধ্বংস প্রভৃতি বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারে না, কারণ বস্তু তো শুদ্ধ অভেদ বা অভিন্নতা। অতএব শূন্যতার বা 'কোন কিছু নেই' - এর ব্যাখ্যা এমন কোন সত্তাই করতে পারে অস্তিত্বহীনতাই যার অস্তিত্ব, অর্থাৎ যার অস্তিত্ব কোন কিছু না থাকার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। এই ধরনের সত্তা হল চেতনা বা স্ব-হেতু সত্তা, কেননা, একমাত্র চেতনাকেই 'তা কি' এভাবে নির্ধারণ করা যায় না এবং অবিরাম পরিবর্তনের মধ্যেই তার জীবন।

সার্ত্রের চেতনাতত্ত্বের অভিনব দিকটি হল তিনি চেতনাকে নৈতিকভাবে বর্ণনায় আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। তার সত্তাবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণ তিনি শুরু করেছেন শূন্যতার আলোচনা দিয়ে। তিনি মনে করেন মানুষের জীবনে নঞর্থকের (negation) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, "মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অসম্পূর্ণ, তার অস্তিত্ব ভগ্ন, এবং প্রতি মুহূর্তেই তার অভিজ্ঞতা হয় যে, সে কিছু নয় অথচ যা তাকে হতে হবে, মানবজীবন সম্পর্কে আমরা যখনই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করি, আমরা লক্ষ্য করি যে, তা আমাদের নঞর্থকে (negation) নিয়ে যায়" এই দৃষ্টিকোণ থেকে শূন্যতাকে স্ব-হেতু-সত্তা (Being-for-itself) বা মানুষের অন্তর্নিহিত শূন্যতা বলে কল্পনা করা হয়, এই শূন্যতা তার অন্তরেই বিরাজমান এবং ব্যক্তিমানব তার কর্মকাণ্ড, চিন্তা এবং প্রত্যক্ষের সাহায্যে তা পূরণ করার চেষ্টা করে। স্বসংস্থিত এই শূন্যতার অধিকারী হবার ফলে স্ব-হেতু-সত্তা (Being-for-itself) বা সচেতন মানুষ জগতের বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং নিজ কর্ম সম্পাদন করে, যেহেতু এভাবেই পূর্বকল্পিত ভবিষ্যতের কর্মধারা নির্বাচন করতে সে সক্ষম হয়। অন্তরস্থিত এই প্রচ্ছন্ন কর্মক্ষমতাকেই সার্ত্র স্বাধীনতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

সার্ত্রের মতে শূন্যতা তিনপ্রকার — প্রশ্ন (interrogation), ধ্বংস (destruction) ও যৌক্তিক নঞর্থক বচন (logically negative proposition)।

সার্ত্র বলেছেন প্রশ্নে বা জিজ্ঞাসায় আমরা একটি প্রশ্ন করি, এবং এর পূর্বস্বীকৃতি হল 'অস্তিত্ব', এটি এক ধরনের সত্তাহীনতা (Non-being)। প্রশ্নের উত্তর সদর্থক বা নঞর্থক হতে পারে। সদর্থক উত্তরে আমরা যা জানি, তা 'অন্য কিছু নয়' (Not being some other thing) এভাবেই জানি। যেমন, কেউ যদি "লোকটি কি ধনী?" — এই প্রশ্নের উত্তরে বলে 'হ্যাঁ, লোকটি ধনী', তাহলে সে যা জানে তা হল 'লোকটি গরীব নয়', লোকটি 'অন্য কিছু নয়' — এভাবেই সে জানে। এই ধরন জানার আমাদের চেতনার নিজস্ব প্রকৃতি, আর উত্তরটি যদি নঞর্থক হয় তাহলে তো এটি স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আমরা সত্তাহীনতার মুখোমুখি দাঁড়াই।

ধ্বংস বা বিনাশ বলতে বোঝায় একটি পদার্থ তার বর্তমান অবস্থাকে হারিয়েছে, অর্থাৎ একটি পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন দেখেছে বা লক্ষ্য করেছে এমন কোন চেতনার কাছেই ধ্বংসের বা বিনাশের তাৎপর্য আছে। পরিবর্তনের অর্থ হল ধ্বংস, যখন 'ক' 'খ'-তে পরিবর্তিত হয় তখন তা ধ্বংস হয়। সার্ত্র বলেছেন একমাত্র মানুষের দ্বারাই ধ্বংসকার্য সিদ্ধ হয়। এর অর্থ এই নয় যে বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত, মহামারী প্রভৃতি জড়, অপরিবর্তিত, প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটায়। তবে সার্ত্র মনে করেন যে এগুলি ধ্বংস করে না, অন্ততপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস করে না। সার্ত্রের বক্তব্যের তাৎপর্য হল এই যে, একমাত্র মানুষের বিশ্বাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত করেই অর্থপূর্ণভাবে ধ্বংস বা বিনাশের কথা বলা যায়, অন্যথায় বাকী সবকিছু জড়ের পুনর্বিন্যাস মাত্র। 'ধ্বংস' বা 'বিনাশ' তাই একটি সম্পর্কসূচক (relational) ধারণা বা প্রত্যয়, যে সম্পর্কের একদিকে রয়েছে মানুষ বা চেতনসত্তা।

নঞর্থক বচন বা অবধারণ আবশ্যিকভাবে কোন কিছুকে অস্বীকার করে, যেমন, 'এটি টেবিল নয়'। সার্ত্র বলেছেন নঞর্থক বচনের ব্যাখ্যা সবসময়ই কোন অপূর্ণ প্রত্যাশাকে নির্দেশ করে। আমি টেবিলের উপর পার্কার কলমটি দেখতে পাব, এমন প্রত্যাশা যখন করি, এবং যখন

টেবিলের উপর পার্কারের কলমটি দেখতে পাচ্ছি না, তখন বলি "পার্কারের কলমটি টেবিলে নেই," এক্ষেত্রে প্রত্যাশার পরাজয় সূচিত হয়। 'না' এর অভিজ্ঞতা বাস্তব জগতে ঘটে এবং তা বাস্তব হলেও মানুষের ~~প্রত্য~~ প্রত্যাশানির্ভর, সার্ত্র বলেছেন "এই জগতে যে অসম্ভব, না বা শূন্যতা মানুষের প্রত্যাশার সীমার মধ্যেই আবির্ভূত হয়।"

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা, ধ্বংস বা বিনাশ এবং নঞর্থক অবধারণ এ সবই সার্ত্র এর দর্শনে শূন্যতার উদাহরণ, কিন্তু এই শূন্যতা আসে কোথা থেকে? এর উৎস কি? সার্ত্রের মতে বস্তুজগত এর কারণ হতে পারে না, কেননা তা জড়সত্তা। স্ব-স্থিত-সত্তা (বস্তুবিশ্ব / Being-in-itself) শূন্যতা উৎপন্ন করতে পারে না, কারণ তা সম্পূর্ণভাবে সদর্থক ও পূর্ণ। সুতরাং এর কারণ স্ব-হেতু-সত্তা (চেতনা/Being-for-itself), কেননা স্ব-হেতুসত্তা ছাড়া কোন বস্তু বা পদার্থ অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হয় না, স্ব-স্থিত-সত্তা উদ্ভাবন করতে পারে না। স্ব-হেতু-সত্তা বা চেতনসত্তাই কোন বস্তুকে যা তা নয় এভাবে অস্বীকার করেই জানে। নঞর্থক অবধারণে এবং ধ্বংস বা বিনাশে মানবচেতনাই শূন্যতার আমদানি করে। স্ব-হেতু-সত্তা বা মানবচেতনা অসম্পূর্ণ এবং অনন্ত সম্ভাবনাময়, চেতনার প্রকৃতিই শূন্যতা, সার্ত্র বলেছেন স্ব-হেতু-সত্তা শূন্যতা হিসাবেই নিজেকে প্রকাশ করে।

S. Sarkar
26/04/2020